সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের মুক্তির দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল

মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নিঃসর্ত মুক্তির দাবিতে গাংনতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র দিক নির্দেশনায় সর্বস্তরের জনতা এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির হাসপাতাল বাজার কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়বাজার শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল হাসান শাওন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সৈরাচারী জালিম সরকারের বাংলাদেশের সফল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে মিথ্যা মামলায় আটক করে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে রেখে নির্যাতন করেছে। জালিম সরকার মিথ্যা জবানবন্দি আদায় করতে তাকে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেছে। আমরা অবিলম্বে সাবেক সফল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফজ্জামান বাবরের নি:শর্ত মুক্তি দাবি করছি।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় বানভাসি মানুষের পাশে বিএনপি

দেশে চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে অসহায় বানভাসি গণমানুষের সহায়তায় ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ।

আজ শনিবার (২৪ আগষ্ট) বিকেলে শহরের টিএনটি এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বন্য কবলিত অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

বন্যাকবলিত মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, আমরা বন্যা কবলিত এলাকার জন্য ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করেছি। আপনারাও যার যার জায়গা থেকে ত্রাণ কর্মসূচিতে সবাই অংশগ্রহণ করুন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, রেজাউল, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সাবেক ইউপি সদস্য মুস্তাক রাজা, সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জান স্বপন,জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাড নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) সামস আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) শামসুল ইসলাম সামস ইন্তেকাল ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন করেছেন।
আজ সকাল ৮টার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আজ বাদ জহুর ঢাকার বারিধারা ডিওএইচএস মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) শামসুল ইসলাম সামস মেহেরপুরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। এর আগে তিনি মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

দর্শনায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও সমাবেশ

দর্শনায় জাতীয়তাবাদী থানা স্বেচ্ছা সেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা ডাক বাংলো চত্বর থেকে একটি বনার্ঢ্য র্যালী বের হয়ে দর্শনা শহর প্রদক্ষিন করে দর্শনা ডাক বাংলোয় এসে শেষ হয়।

এরপর সমাবেশের মুল কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দর্শনা খানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নুর আলম সিদ্দিকী মজনু।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা

আবুল হাসনাত। তিনি স্বেচ্ছা সেবক দলের সকল নেতাকর্মীদের উদ্যোশে বলেন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আর্দশ মেনে আগামীতে একটি দুর্নীতি ও শোষন মুক্ত দেশ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দুঃসাশনের অবসান ঘটিয়ে আবারও দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সকলকে কাজ করে যেতে হবে এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আর্দশকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, অনষ্ঠানের প্রধান বক্তা দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়কা হাবিবুর রহমান বুলেট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শনা পৌর শাখার সমন্বয়ক সদস্য বিশেষ বক্তা নাহারুল ইসলাম, শরীফ উদ্দিন, রাশেদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের দর্শনা পৌর শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাষ্টার, দর্শনা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন, দর্শনা পৌর সমন্বয়ক নাসীর উদ্দিন ও লৎফর রহমান, জালাল উদ্দিন,দর্শনা পৌর যুবদলে আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, থানা যুবদলে যুগ্ম সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, জালাল উদ্দিন, মহিম কুমার রতন, আব্দুল আজিজ ও মুহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর সদস্য সচিব আবু হেনা রনি।

আলমডাঙ্গায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলিফ উদ্দিন মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শহিদুল কাউনাইন টিলু বলেন, আমাদের এখানে পুলিশ ছাত্রলীগ, যুবলীগ আওয়ামীলীগ আমাদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। জেল খাটিয়েছে। আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যান্ত অসুস্থ তারপরও তাকে জেলে রেখেছিল। আর তারেক জিয়াকে দেশে আসতে দেয়নি। এজন্য এই সরকারকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা, ছাত্রদল, যুবদল সাধারণ জনগণ শেখ হাসিনাকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তিনি চোরের মত পালিয়ে গেছে। তার মন্ত্রী-এমপিও চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমরা যদি এতোই ভালো কাজ করে থাকো, তাহলে পালাইয়ে গেলে কেনো। কই আমরা বিএনপিরা কেউ তো পালাইনি, আমার নেত্রী তো পলাইনি। আমাদের কোন নেতা পালাইনি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমঙ্গীর পালাইনি। দুদু ভাই পালাইনি। আমরা জেলে গেছি কিন্তু পালাইনি।

তিনি বলেন, বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কেউ চাঁদাবাজী করে তাহলে আমাদের বলবেন। আমরা তার ব্যবস্থা নেবো। এই আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের যেমন অন্যায় করেছে। আওয়ামী লীগের মত অন্যায় এই আলমডাঙ্গায় হতে দেবো না।

আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-আহবায়ক মিঠু বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহবায়ক তৌফিক খানের সঞ্চালনায় এ আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান, বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আজাদ, রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদল নেতা কায়সুল কাউনাইন রুবেল, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব শফিকুল আজম ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক রহিত, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহবায়ক রানা, রাসেল, আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহবায়ক জনি, সোহাগ, আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক নাজিম মোল্লা, পৌর যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক ফারুক হোসেন, আলমডাঙ্গা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মুন, উপজেলা যুবদলের নেতা সুলতানুল আরেফিন তাইফু, গাউসুল কাওনাইন

সুষম, আব্দুল্লাহ, শামিম রেজা সাগর, সুন্নত, রিপন ডাক্তার, জুয়েল, মুন্নী, সোহাগ, আরিফুল, জনি, মনিহার, রাসেল, রাজু, জিগালা, হাসিব, মানিক, সিরাজুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ন-আহবায়ক সামিউল হাসান সানী, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন-আহবায়ক লিখন, সাইড, ছাত্রদল নেতা সিজান, জাহিদ, টনি, রনি, জনি, যুবদলের কালু, সোহাগ, খালেদ, ডুবার, সালাম, সুমন, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ন-আহবায়ক নাজিব, সুমন।

আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি, সেচ্ছাসেবক দল, যুবদল ও ছাত্রদলের সহস্রাধিক নেতাকর্মী।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দীর্ঘ দেড় যুগ পরে গাংনীতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিনশেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক।

আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ- সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডাম সুমন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন প্রমুখ । সভাটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

বক্তারা বলেন, সৈরাচারী ফ্যাসিষ্ট হাসিনা নিরীহ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছে। খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই হবে। পরাজিত খুনি হাসিনার দোষররা এখনো দেশে অশান্তি, নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা লিপ্ত আছে।

বক্তারা আরও বলেন, খুনী শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। সৈরাচারী হাসিনা বিগত ১৭ বছর আমাদের পথে নামতে দেয়নি। আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা নাশকতার মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। মিছিলে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত নেতা কর্মী অংশগ্রহন করে এবং খুনি হাসিনা বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়।

মেহেরপুরে পৌর ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল

আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং শহীদ আবু সাঈদ সহ রক্ত দিয়ে নতুন বাংলাদেশ স্বাধীন করা শহীদদে রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) বিকেল ৫টার সময় নতুন পাড়া চুলকুনি মোড়ে মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা সদর বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট

মারুফ আহমেদ বিজন।

এসময় বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মোল্লা মিন্টু।

আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুবনেতা রেজা, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা মশিউল আলম দিপু, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মুকুল, ৮ নাম্বার ওয়ার্ডে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সাত্তার মুকতা, বিএনপি নেতা রেজাউল করিম রেজা, জেলা যুবদলের নেতা মশিউর আলম দিপু খান, জেলা যা চাস সদস্য সচিব বাকি বিল্লাহ, মো ইসমাইল হোসেন, মাওলানা মোখলেসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র কার্যালয়ে ভাংচুর সাবেক ৩ এমপিসহ ৪৬৮ জনের নামে মামলা

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৪৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেলা বিএনপি’র সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পি বাদী হয়ে আজ সোমবার সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাকর্মীরা বিএনপি’র জেলা কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

এ ঘটনায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে থাকা আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে যায়। মামলায় ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ারদার, ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সফিকুল ইসলাম অপু, তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, সদর পৌরসভার মেয়র কাইয়ূম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম

বিশ্বাস, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আল-ইমরানসহ সর্বমোট ৪৬৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং- ১৬, তারিখ: ১৯ আগস্ট, ২০২৪।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মো শাহীন উদ্দিন জানান, জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ৪৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছেন জেলা বিএনপির এক নেতা।

হাঙ্গামা করার চেষ্টা করলে পিঠের চামড়া থাকবে না- টিলু

হারদির মাটিতে বিএনপি ২০০১ সালে ভোট পেয়েছিল ১০ হাজার আর আওয়ামীলীগ পেয়েছিল ১৫’শ। হারদির মাটি বিএনপির ঘাঁটি। বিএনপির কিছু লোক সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ভয় দেখিয়েছে, জেলে দিয়েছে ও মানুষকে ঘুমাতে দেয়নি। আর তোমরা কয়জন ডাকাতি করছো। তোমাদের পিঠের চামড়া থাকে না। বিএনপি ১/২ বছর পর হয়ত নির্বাচনে আসবে। বেলগাছিতে (শুক্রবার) মার খেয়েছো, আজকেও আবার খাইবা। আজকের সফর সঙ্গীদের সামনে এসে দাঁড়াও। তোমরা বেশি উপদ্রব সৃষ্টি ও হাঙ্গামা করার চেষ্টা করো না। বিএনপি কোন দাঙ্গাবাজ করবে না। যদি তোমরা দাঙ্গাবাজ করতে যাও তবে তোমারে রক্ষা নাই।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে জোহা মাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় হারদি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু এমন মন্তব্য করেন।

এসময় তিনি জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফের উদ্দেশ্যে বলেন, কে এই শরীফ? শরীফের ভাই টরিক সিঙ্গাপুর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তার বন্ধু শেখ হাসিনা সফর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সে বিএনপির কিছু ছেলেদের নিয়ে অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। তারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের কিছু

ছেলেদের নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম। সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব, হারদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জমির উদ্দীন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা: আলাউদ্দিন।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক নাসির উদ্দীন, আরিফুল ইসলাম ডালিম, আতিয়ার রহমান চিনি, পৌর যুগ্ন-আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন, মঙ্গল, আনোয়ার, নজরুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস, গোলাম মোস্তফা, বোরহান উদ্দীন, আব্দুল্লাহ, মল্লিক, আব্দুর সালাম, হযরত আলী, সোয়েব আক্তার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তৌফিক খাঁন, যুগ্ন-আহবায়ক বাকি বিল্লাহ।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা

ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।